বৈশেষিক পরমাণুবাদ-১

বৈশেষিক দর্শন পর্ব-৬
দ্রব্য পদার্থ ভাগ-৪

পাঠ পর্যালোচনা

শম্পা দেবনাথ
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
শালতোড়া নেতাজী সেন্টেনারী কলেজ

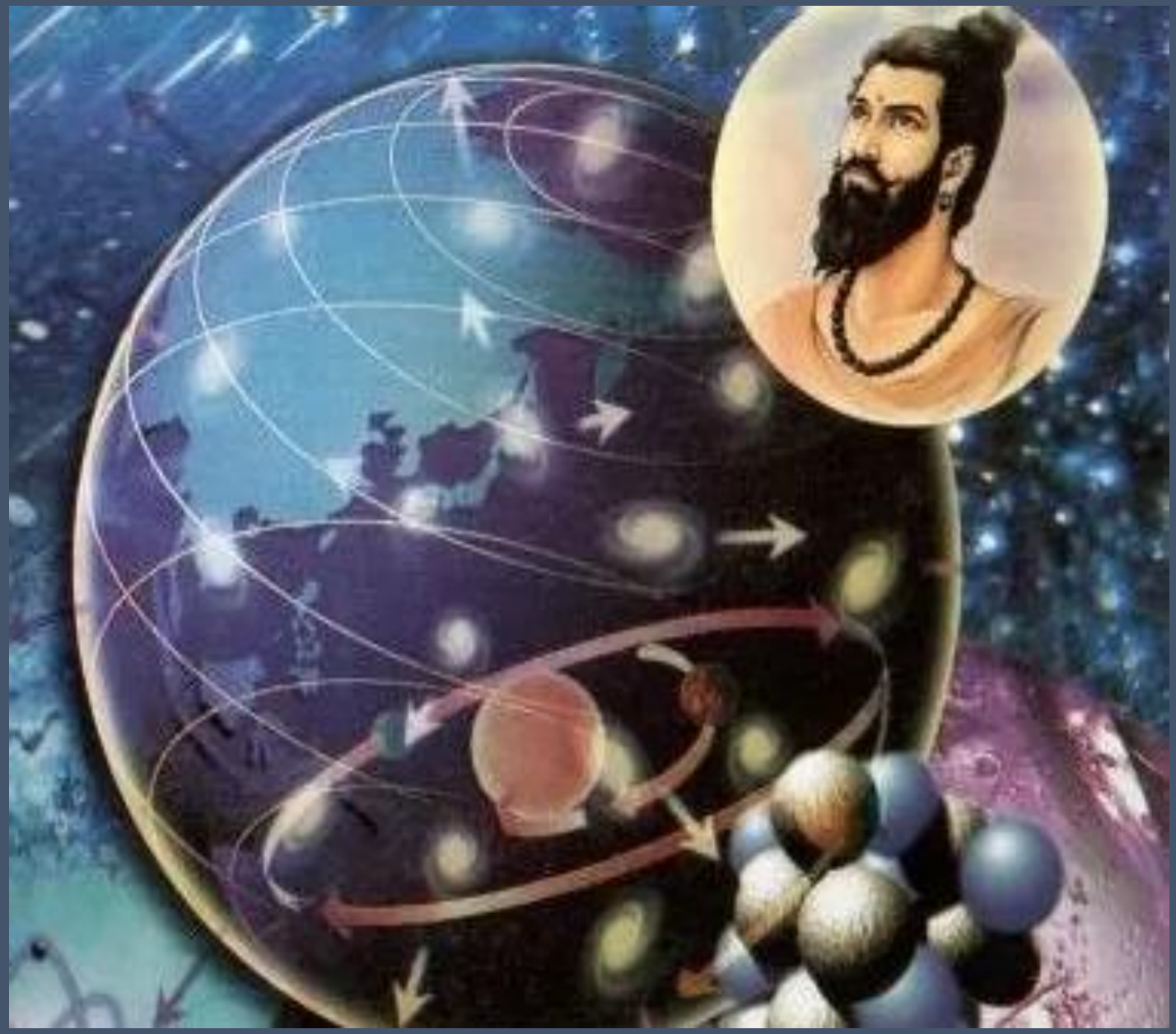

নিরবয়ব পরমাণু নিত্য। পরমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। উৎপত্তি অর্থ বিভিন্ন অবয়বের সংযোগ এবং বিনাশের অর্থ বিভিন্ন অবয়বের বিভাগ। যেহেতু পরমাণুর কোন অবয়বই নেই, সেহেতু পরমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ নেই।

ন্যায়-বৈশেষিকগণ পরমাণুর সাহায্যেই জাগতিক যাবতীয় অনিত্য ও সাবয়ব বস্তুর সৃষ্টি ও ধ্বংসের ব্যাখ্যা করেছেন

নিত্য পরমাণুগুলি অপ্রত্যক্ষগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় নিরবয়ব অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম বস্তু একক। অণুপরিমান পরমাণুগুলি পরিমন্ডলাকার ।

অণুপরিমানবিশিষ্ট পরিমন্ডলাকার পঞ্চবিধ পরমাণুগুলির বিশেষগুণ

ভূতদ্রব্য	বিশেষ গুণ
ক্ষিতি বা পৃথিবী	গন্ধ
অপ বা জল	রস বা স্বাদ
তেজ বা আগুন	রূপ বা রঙ
মরুৎ বা বায়ু	স্পর্শ
ব্যোম বা আকাশ	শব্দ

বিশেষ গুণবিশিষ্ট পরিমন্ডলাকার পরমাণুগুলি নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ গুণবিশিষ্ট হলেও তারা গতিহীন অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। মহাশূণ্যে লক্ষ লক্ষ তারার মত স্থির হয়ে থাকে।

তাহলে গতি ছাড়া নিষ্ক্রিয় পরমাণু দ্বারা সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্ভব হয় কিভাবে ?

ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকদের মতে পরমাণুগুলি স্বরূপত গতিহীন হলেও সেগুলিবিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা বা চিকীর্ষায় গতিসম্পন্ন হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে জগতের যাবতীয় বস্তুকে সৃষ্টি করে।

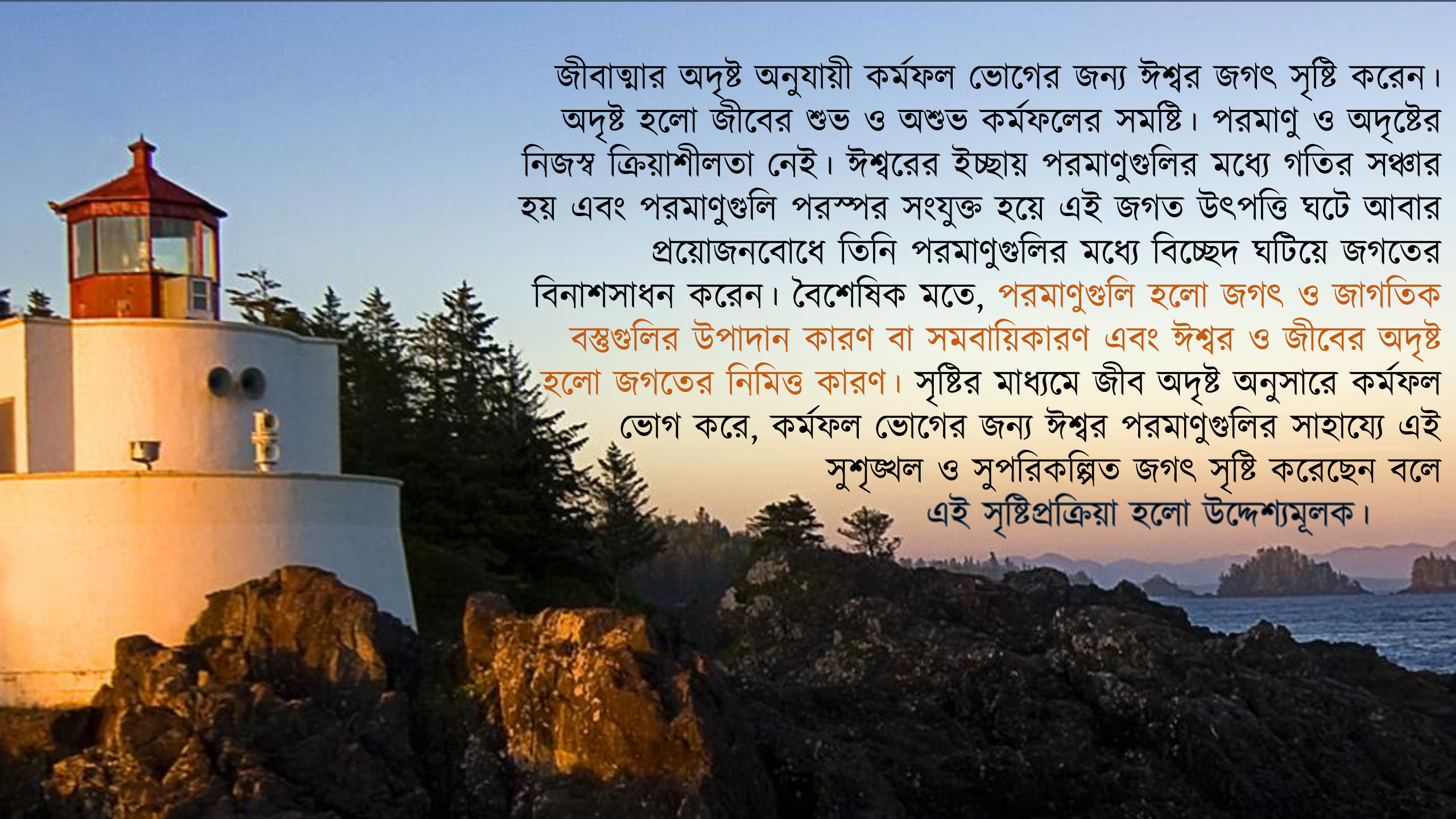

জীবাত্মার অদৃষ্ট অনুযায়ী কর্মফল ভোগের জন্য ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। অদৃষ্ট হলো জীবের শুভ ও অশুভ কর্মফলের সমষ্টি। পরমাণু ও অদৃষ্টের নিজস্ব ক্রিয়াশীলতা নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণুগুলির মধ্যে গতির সঞ্চার হয় এবং পরমাণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে এই জগত উৎপত্তি ঘটে আবার প্রয়োজনবোধে তিনি পরমাণুগুলির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে জগতের বিনাশসাধন করেন। বৈশেষিক মতে, পরমাণুগুলি হলো জগৎ ও জাগতিক বস্তুগুলির উপাদান কারণ বা সমবায়িকারণ এবং ঈশ্বর ও জীবের অদৃষ্ট হলো জগতের নিমিত্ত কারণ। সৃষ্টির মাধ্যমে জীব অদৃষ্ট অনুসারে কর্মফল ভোগ করে, কর্মফল ভোগের জন্য ঈশ্বর পরমাণুগুলির সাহায্যে এই সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত জগৎ সৃষ্টি করেছেন বলে এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া হলো উদ্দেশ্যমূলক।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে জগৎসৃষ্টিতে পরমাণুগুলি সমবায়ি কারণ, পরমাণু-সংযোগ অসমবায়ি কারণ এবং ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। ঈশ্বর জগৎসৃষ্টিতে নিমিত্ত কারণ হলেও তিনি জগতের উপাদান কারণ পরমাণুগুলির সৃষ্টিকর্তা নন।

পরমাণুসংযোগে কিভাবে জগৎ সৃষ্টি হয় তা বৈশেষিকেরা ব্যাখ্যা করেছেন।

বৈশেষিক মতে জাগতিক বস্তুর সৃষ্টির প্রতি পরমাণুসংযোগ হলো অসমবায়িকারণ। এখানে প্রশ্ন, পরমাণুগুলি যদি নিরবয়ব পদার্থ হয়, তাহলে একটি পরমাণুর সঙ্গে অপর একটি পরমাণু সংযুক্ত হয় কীভাবে ? পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করলে পরমাণুর অংশ স্বীকার করতে হবে। পরমাণুর অংশ স্বীকার করলে পরমাণুকে নিরবয়ব বলা যাবে না।

বৈশেষিকেরা বলেন, সাবয়ব দুটি দ্রব্য যেমন পরস্পর সংযুক্ত হয়, অনুরূপভাবে দুটি নিরবয়ব পরমাণুও পরস্পর সংযুক্ত হতে পারে। ২টি সজাতীয় পরমাণু ওতোপ্রতভাব সংপৃক্ত হয়।

পরমাণু থেকে জগৎ উৎপত্তির ক্রমিক বিন্যাস

ঈশ্বরের ইচ্ছায় গতি সঞ্চারিত হওয়ার ফলে প্রথমে দুটি সজাতীয় পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত হয় এবং তার ফলে একটি দ্ব্যণুকের সৃষ্টি হয়। যেমন দুটি ক্ষিতি-পরমাণু সংযুক্ত হয়ে ক্ষিতির দ্ব্যণুক সৃষ্টি হয়। অপ্, তেজ ও মরুতের দ্ব্যণুকের ক্ষেত্রেও সৃষ্টি প্রক্রিয়া একই থাকে। বিজাতীয় পরমাণু সংযোগে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি কখনও হয় না। পরমাণুগুলির ন্যায় দ্ব্যণুকও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। এই দ্ব্যণুকের সৃষ্টিই হলো সৃষ্টির প্রথম ধাপ। দ্ব্যণুক উৎপন্ন হবার পর সজাতীয় তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে গঠিত হয় ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু। ত্রস অর্থ গতি। ত্রসরেণু হলো গতিশীল রেণু। এই ত্রসরেণু হলো প্রত্যক্ষযোগ্য সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র প্রত্যক্ষযোগ্য স্থূল ভূতদ্রব্য। এরপর চারটি ত্র্যণুক মিলে উৎপন্ন হয় একটি চতুরণুক। স্বভাবতই চতুরণুক হলো ত্র্যণুক অপেক্ষা স্থূল পদার্থ। এভাবেই ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল, স্থূল থেকে স্থূলতর একই জাতীয় বস্তুর (স্থূলতর ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ) সৃষ্টি হয়।

পরমাণু ও দ্ব্যণুকগুলি অপ্রত্যক্ষযোগ্য কিন্তু ত্র্যণুক প্রত্যক্ষযোগ্য

- সংখ্যার বহুত্বজন্য ত্র্যণুক প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হয়।
- ত্র্যণুক প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হয় তার উপাদানের বহুত্বসংখ্যা জন্য। এক একটি দ্ব্যণুকে দুইটি পরমাণু থাকে। তিনটি দ্ব্যণুক নিয়ে একটি ত্র্যণুক বা একটি ত্রসরেণুর উৎপত্তি হয়। কাজেই একটি ত্র্যণুকের মধ্যে ৬টি পরমাণু থাকে। এইভাবে পরমাণুর সংখ্যার বহুত্ব জন্য স্থূলত্বপ্রাপ্ত ত্র্যণুক মহৎ পরিমাণপ্রাপ্ত হয়। মহৎ পরিমানবিশিষ্ট বস্তুই কেবল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হয়। তাই মহৎপরিমাণ ত্র্যণুকের প্রত্যক্ষ হয়।
- ত্র্যণুক বা ত্রসরেণুই প্রথম দৃষ্টিগ্রাহ্য ভূতদ্রব্য। একে ত্রুটিও বলা হয়।
- দ্ব্যণুকের উপাদান কারণ পরমাণুদ্বয়ের পরিমাণ হলো অণুপরিমাণ। দ্ব্যণুকের উপাদান পরমাণুর সংখ্যার বহুত্ব না থাকায় স্থূলত্ব নেই। দ্ব্যণুকের পরমাণু দুটি পরস্পর এমন দৃঢ়ভাবে সংপৃক্ত থাকে যে এদের স্থূলত্ব প্রকাশ পায় না। তাই অণুপরিমানবিশিষ্ট দ্ব্যণুক পরমাণুর মত অপ্রত্যক্ষই থেকে যায়।

সৃষ্টি রহস্য

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রথমে বায়ু পরমাণুগুলিতে স্পন্দন শুরু হয় এবং এদের মিলনে দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুক গঠিত হয়। আবার দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুক মিলিত হয়ে বায়ুরূপ মহাভূত সৃষ্টি করে। এই মহাভূত আকাশে সবসময় কম্পমান অবস্থায় বিরাজ করে। তারপর অনুরূপভাবে অপ্-পরমাণুগুলি সক্রিয় হয় এবং অপ্-রূপ মহাভূত বা মহাসমুদ্র সৃষ্টি করে। এই মহাসমুদ্র বায়ুর দ্বারা কম্পিত হয়ে বায়ুতেই বিরাজ করে। এরপর ক্ষিতি-পরমাণু সক্রিয় হয়ে ক্ষিতি-রূপ মহাভূত বা মহাপৃথিবী সৃষ্টি করে এবং এই মহাপৃথিবী মহাসমুদ্রে অবস্থান করে। অবশেষে ঐ একইভাবে তেজ-পরমাণু সক্রিয় হয়ে তেজ-রূপ মহাভূত বা মহাতেজোঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় প্রক্রিয়া অনাদিকাল ধরে চলে আসছে। যখন তিনি জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তখন জীবাত্মার মধ্যে অদৃষ্ট শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর ফলে প্রথমে বায়ু পরমাণুগুলিতে স্পন্দন শুরু হয় এবং এরা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে বায়ুর দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুক গঠিত হয়। আবার দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুক মিলিত হয়ে বায়ুরূপ মহাভূত সৃষ্টি করে। এই মহাভূত আকাশে কম্পমান অবস্থায় বিরাজ করে। তারপর অনুরূপভাবে অপ্-পরমাণুগুলি সক্রিয় হয় এবং অপ্-রূপ মহাভূত বা মহাসমুদ্র সৃষ্টি করে। ঐ মহাতেজ মহাসমুদ্রের জলরাশিতে অবস্থান করতে থাকে। এরপর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী ক্ষিতি এবং তেজ পরমাণু মিলিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়। ঈশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ডকে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য গুণ সম্পন্ন ব্রহ্মা বা জগৎ-আত্মার দ্বারা সঞ্জীবিত করেন। ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত ব্রহ্মা তখন জীবের অদৃষ্ট অনুযায়ী জগতের যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তু সৃষ্টি করেন।

ব্রহ্মার সৃষ্টি এই জগতের স্থায়ীত্ব দীর্ঘকালীন হলেও চিরকালীন নয়। সৃষ্টি চিরন্তন নয়, যা সৃষ্ট তা-ই অনিত্য। জগৎ অনিত্য এবং যা অনিত্য তার ধ্বংস অনিবার্য।

এ প্রসঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিকেরা বলেন, সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর রাত্রিতে আমরা যেমন বিশ্রাম গ্রহণ করি, তেমনি দুঃখ যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবাত্মাকে কিছুটা বিশ্রাম দেবার জন্য ঈশ্বর এই জগতের ধ্বংস বা প্রলয় ঘটিয়ে থাকেন। কাজেই সৃষ্টিকালের পর আসে প্রলয়কাল। বৈশেষিক দার্শনিকেরা সৃষ্টিকে ঈশ্বরের দিন এবং প্রলয়কে ঈশ্বরের রাত্রিরূপে বর্ণনা করেছেন। সৃষ্টি ও প্রলয়- এই দুটি দিয়ে গঠিত হয় একটি কল্প এবং এই কল্প অনন্তকাল ধরে পর্যায়ক্রমে চলে।

প্রলয় বা ধ্বংস প্রক্রিয়া

জগতের প্রলয়-ক্রিয়ারও বর্ণনা দিয়েছেন ন্যায়-বৈশেষিকগণ।

সৃষ্টির মতো প্রলয়েরও নির্দিষ্ট পর্যায় ক্রম আছে। অন্যান্য আত্মার মতো জগৎ-আত্মা বা ব্রহ্মা যখন তাঁর জগৎরূপ দেহ পরিত্যাগ করেন, তখন ঈশ্বরের মধ্যে জগৎ ধ্বংস করবার ইচ্ছা (সংজিহীর্ষা) দেখা দেয়। এর সঙ্গে সঙ্গেই জীবাত্মার মধ্যে অধিষ্ঠিত সৃজন-অভিমুখী অদৃষ্ট ধ্বংস-অভিমুখী অদৃষ্টের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এর ফলে সৃজন-অভিমুখী অদৃষ্ট তার শক্তি হারায় এবং ধ্বংস-অভিমুখী অদৃষ্ট সক্রিয় হয়ে পড়ে। ধ্বংস-অভিমুখী অদৃষ্টের সক্রিয়তার জন্য দ্ব্যণুকের উৎপাদক পরমাণুতে ক্রিয়া শুরু হয় এবং দুটি পরমাণুর বিভাগ বা সংযোগের নাশ হয়। পরমাণুদ্বয়ে সংযোগের বিনাশে দ্ব্যণুকের নাশ হয়, দ্ব্যণুকের নাশে ত্র্যণুকের নাশ হয়, ত্র্যণুকের নাশে চতুরণুকের নাশ হয় এইভাবে ক্রমে ক্রমে পৃথিব্যাদি মহাভূতের নাশ হয়। তখন কেবল ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ - এর চারপ্রকারের পরমাণু এবং আকাশ, দিক, কাল, মন ও আত্মা - এই নিত্য দ্রব্যগুলি বিরাজমান থাকে। তখনও আত্মার মধ্যে অতীতের সংস্কারযুক্ত ভাবনা ও অদৃষ্ট বিরাজ করে।

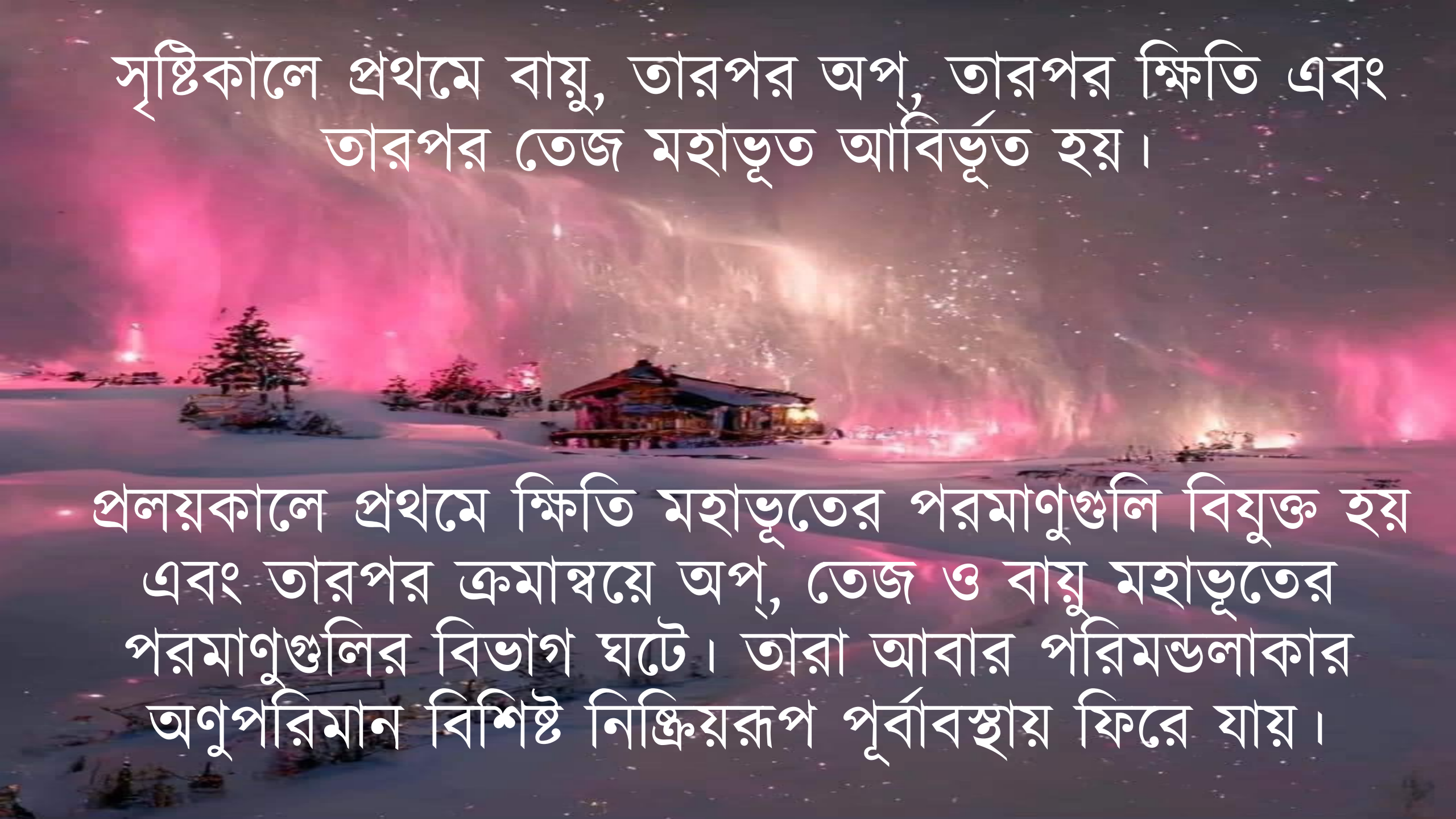

সৃষ্টিকালে প্রথমে বায়ু, তারপর অপ্, তারপর ক্ষিতি এবং তারপর তেজ মহাভূত আবির্ভূত হয়।

প্রলয়কালে প্রথমে ক্ষিতি মহাভূতের পরমাণুগুলি বিযুক্ত হয় এবং তারপর ক্রমান্বয়ে অপ্, তেজ ও বায়ু মহাভূতের পরমাণুগুলির বিভাগ ঘটে। তারা আবার পরিমন্ডলাকার অণুপরিমান বিশিষ্ট নিষ্ক্রিয়রূপ পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

- পরমাণু কাকে বলে ?
- পরমাণু কয় প্রকার ও কী কী ?
- পরমাণুগুলির পরিমান কেমন ? পরমাণুর আকারকে কী বলা হয় ?
- দ্ব্যণুক কাকে বলে ? দ্ব্যণুকে কয়টি পরমাণু থাকে ? দ্ব্যণুক কি নিত্য ? দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয় কিভবে ?
- পরমাণু ও দ্ব্যণুক প্রত্যক্ষযোগ্য না হলেও ত্র্যণুক প্রত্যক্ষযোগ্য হয় কেন ?
- ঈশ্বর যেহেতু পূর্ণতম সত্তা, তাঁর কোন অপূর্ণ ইচ্ছা নেই, তাহলে পরমাণুগুলিকে গতিশীল করে জগৎসৃষ্টির ইচ্ছা ঈশ্বরের মনে জাগে কেন ?
- সৃষ্টিপ্রক্রিয়া কি উদ্দেশ্যমূলক? তোমার মতের সপক্ষে ব্যাখ্যা কর।
- বৈশেষিক সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে উদ্দেশ্যমূলক বলা হয় কেন ?
- বৈশেষিক মতানুসারে প্রলয়প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। প্রলয় হয় কেন ?
- প্রলয়কালে কী কী অবশিষ্ট থাকে ?
- জগতরূপ কার্যের সমবায়ি, অসসমবায়ি ও নিমিত্ত কারণগুলি কী কী ?

আগামী পাঠ ‘পরমাণুবাদ’- ২

দ্রব্য পদার্থ ভাগ-৪

বৈশেষিক দর্শন পর্ব-৬

ঋণ স্বীকার

পাঠ ঋণ

- বৈশেষিক দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মন্ডল , প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
- https://images.app.goo.gl/bh1kLxQ87tXrUWeE7

ছবি ঋণ

- Internet
- Facebook
- Naime Khan, Norway

আলতাপরী বা সিঁদুরে সহেলী / Scarlet Minivet male.

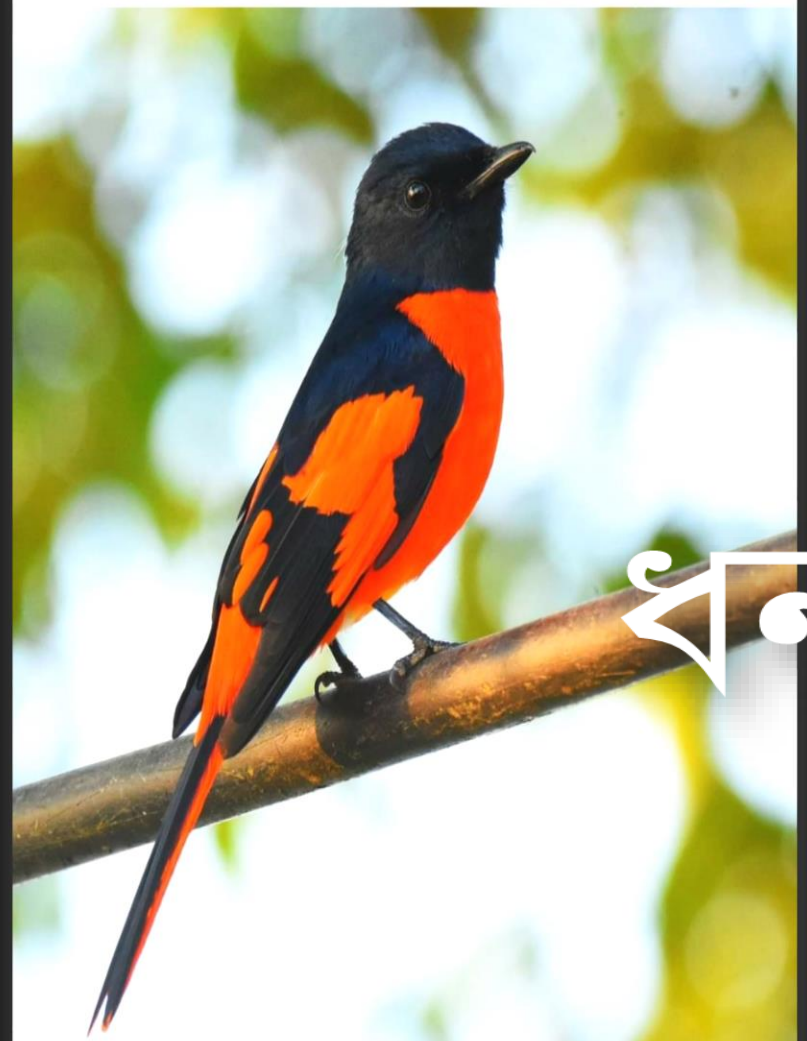

ধন্যবাদ